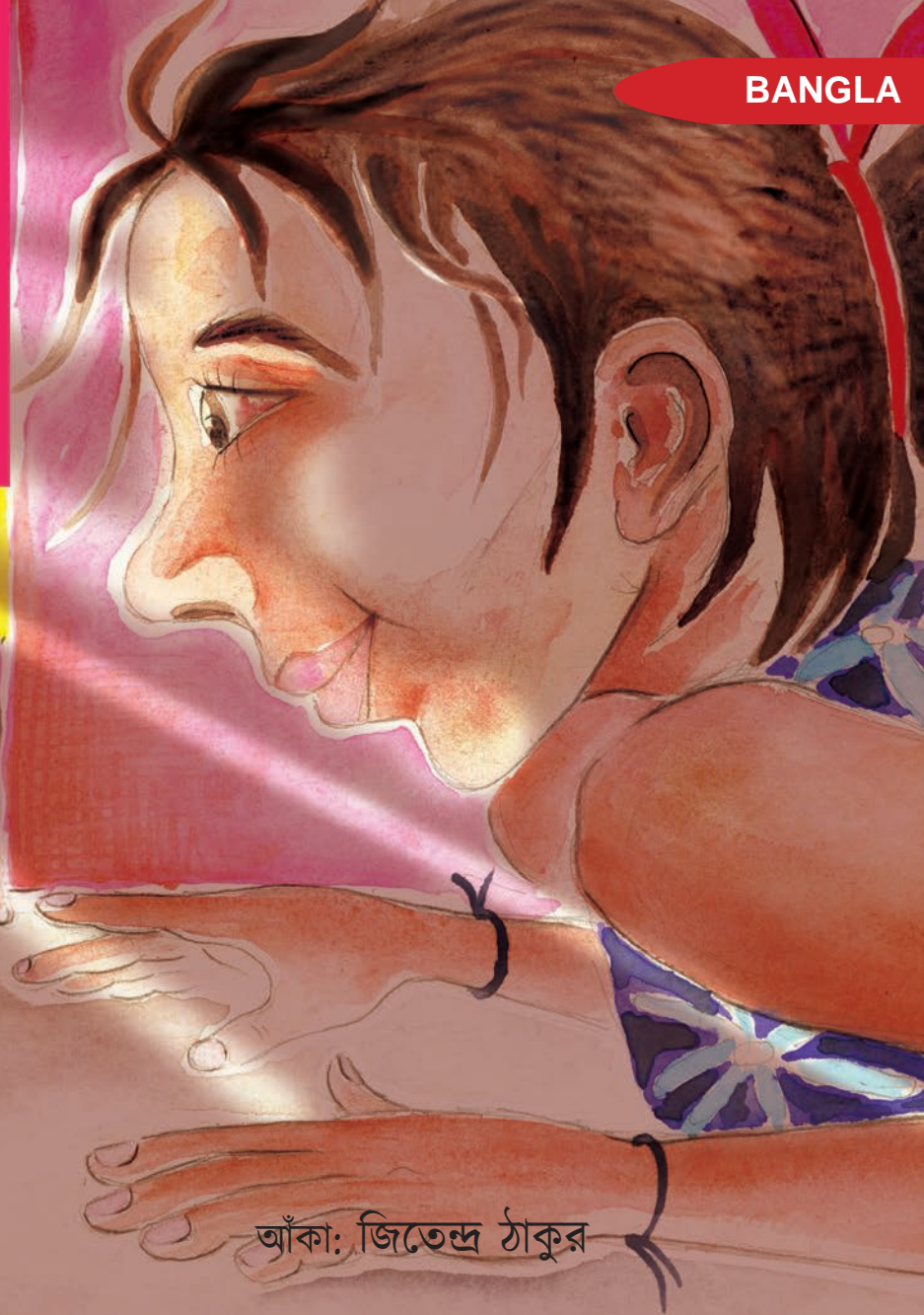


# আমি তো বিড়াল!



লেখা: রিনচিন



আঁকা: জিতেন্দ্র ঠাকুর





# আমি তো বিড়াল!

লেখা: রিনচিন

বাংলা অনুবাদ: শুদ্ধ ব্যানার্জী

আঁকা: জিতেন্দ্র ঠাকুর



eklavya



টিনটি চোখ খুললো।

প্লাস্টিকের ছাদের মধ্যে দিয়ে আকাশের  
দিকে তাকালো।

তারপর হামাগুড়ি দিয়ে মায়ের কাছে গিয়ে  
বললো, আমি একটা বিড়াল।

না, তুমি বিড়াল নও!

তুমি আমার ছোট্টো মেয়ে,

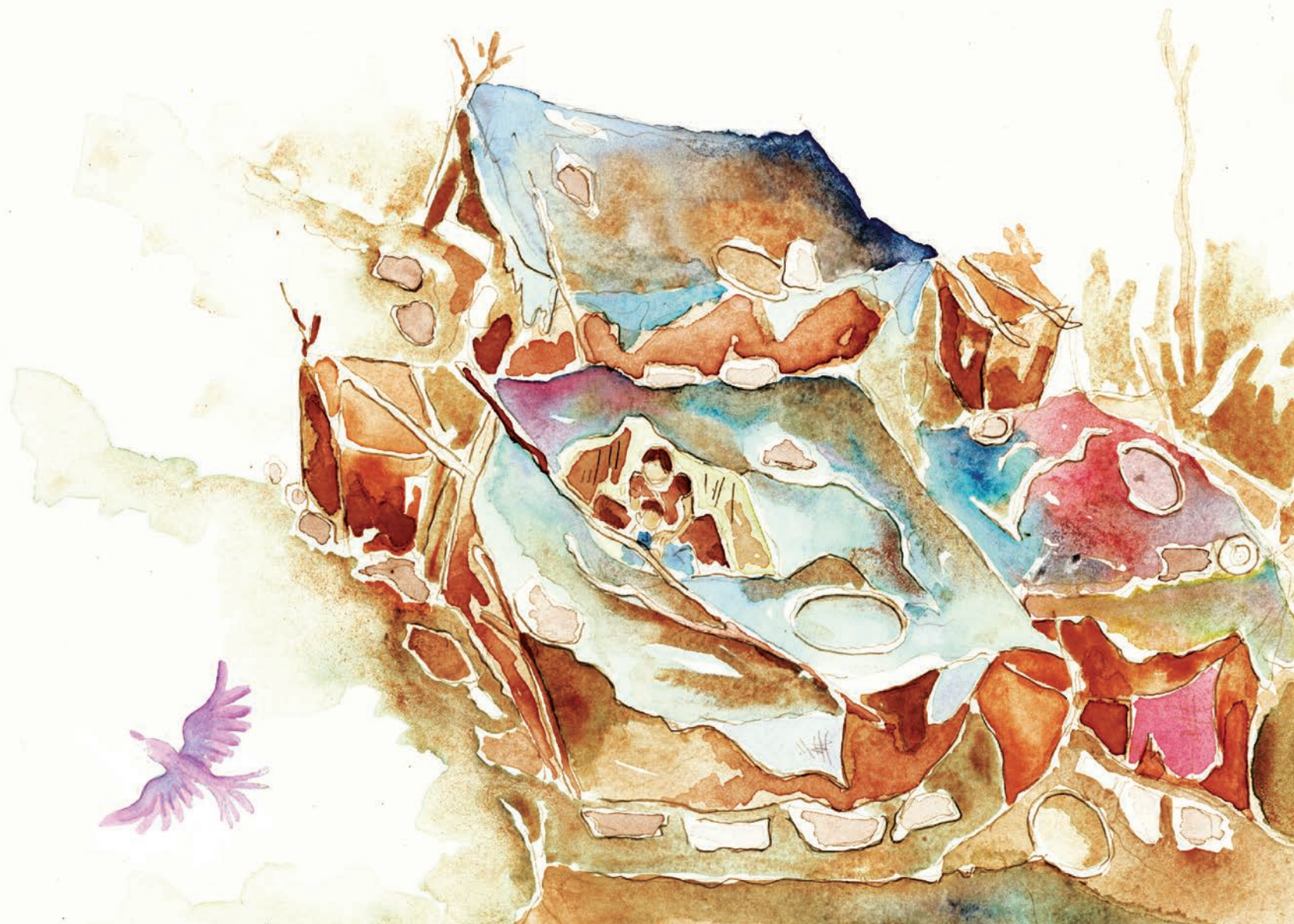
মা তাকে কাতুকুতু দিয়ে বললো।

না, আমি একটা বিড়াল!

বলে টিনটি গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো।









টিনটি, যাও মুখ ধুয়ে নাও।

আমি পারবো না।

কেনো?

আমি তো বিড়াল!

তাহলে জিভ দিয়ে চেটে চেটে চোখ-মুখ, গা-হাত-পা  
পরিষ্কার করে নাও!

বিড়ালরা তো তাই করে।

টিনটি তাই করার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার জিভে  
শুধু ধুলো লাগলো আর ঘামের নোনতা স্বাদ।

উঁহ! আমি পারবো না।

তাহলে তুমি মাত্র তিন সিকি বিড়াল।

ধুর! বলে টিনটি হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেলো।











টিনটি, ছোটোকে ঠাকুমার কাছে দিয়ে  
এসো।

পারবো না!

কেনো?

আরে আমি তো বিড়াল!

তাহলে ওকে মুখে করে তুলে নিয়ে যাও!  
বিড়ালরা তো তাই করে।

টিনটি তাই করার চেষ্টা করলো।  
কিন্তু নিকম চেষ্টায় উঠে ওর মুখ  
খামচাতে এলো।

উঁহ! আমি পারবো না।

তাহলে তুমি মাত্র আধখানা বিড়াল।

ধুর! বলে টিনটি হামাগুড়ি দিয়ে চলে  
গেলো।









টিনটি ময়লা কুড়োতে চলো। দেরী হয়ে যাচ্ছে।

পারবো না।

কেনো?

আরে আমি তো বিড়াল!

তাহলে বিড়ালের মতো হুঁদুর, ব্যাঙ যা খুশি  
তাই মেরে খাও।

বিড়ালরা তো তাই করে।

টিনটি তাই করার চেষ্টা করলো। কিন্তু  
কাউকেই ধরতে পারলো না।

হুঁদুরগুলো বড্ড চালাক।

উঁহ! আমি পারবো না।

তাহলে তুমি বিড়ালের সিকি ভাগ মাত্র।

ধুর! বলে টিনটি হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেলো।









সবাই কাজে বেরিয়ে গিয়েছিলো।

টিনটি সারাদিন বস্তিতে এদিক-ওদিক  
ঘুরে বেড়ালো।

ও ঠাকুমার বাড়িতে গিয়ে একটা রুটি  
নেওয়ার চেষ্টা করলো।

পালা! তুই নিজের খাবার নিজে জোগাড়  
করে নে, চোর বিল্লি।

ধুর! বলে টিনটি পেটে খিদে নিয়েই  
দৌড়ে পালালো।







পাড়ার, বাচ্চারা যখন ফিরে এলো...  
টিনটি খেলতে আয়!

না...

কিন্তু তারপর ওর মনে হলো...  
বিড়ালরা তো খেলতে পারে!

দাঁড়া, আমি আ-আ-আ-স-স-ছি-ই-ই...  
বলে সে খেলতে চলে গেলো।







সন্ধে বেলায় টিনটি মায়ের জন্য অপেক্ষা  
করে বসেছিল।

মা এসে রুটি বানাতে বসলে টিনটি  
বললো, আমায় রুটি দাও।

না!

কেনো?

কারণ তুমি তো বিড়াল।

বিড়ালের মতো মরা ইঁদুর খাও গিয়ে।

উঁহ! আমি পারবো না। মুখ বেঁকিয়ে টিনটি  
বললো।

তাহলে? তুমি আসলে...?











গোল্লা বিড়াল, টিনটি জোড়ে বলে উঠলো।

আমি মোটেই বিড়াল নই।

আমি তোমার ছোটো মেয়ে, টিনটি।

বলে ও দৌড়ে গিয়ে মা'কে জড়িয়ে ধরলো।

তারপর গপগপ করে চার গ্রাসে একটা পুরো রুটি  
খেয়ে নিলো।

ঠিক যেন একটা বিড়াল।







# I am a cat!

Tinti opened her eyes,  
looked at the sky through the  
plastic sheet.

I am a cat, she said  
crawling to her mother.

No, you are not!

You are my little girl,  
said her mother tickling her.

No, I am a cat! she said wriggling away.

Tinti, go and wash your face.

I can't.

Why?

I am a cat!

Then lick your face and body clean!

That's what cats do.

Tinti tried licking, but her hand tasted of  
salt and dust.

Oonh... I can't.

Then you are only 3/4th a cat.

Unh! said Tinti and crawled away.

Tinti, go leave the baby at Ajji's house.

No!

Why?

I am a cat!

Then carry her in your mouth!

That's how cats do.

Tinti tried, but

Nikam howled in her face,

and tried to scratch her.

Oonh... I can't.

Then you are only half a cat.

Unh! said Tinti and crawled away.

Tinti come rag picking.

It's getting late.

I can't.

Why?

I am a cat!

Then hunt mice and frogs and what not.

That's what cats do.

Tinti tried, but she couldn't catch a thing.



Mice were too clever!  
Oonh... I can't.  
Then you are only 1/4th a cat.  
Unh! said Tinti and crawled away.

The whole day Tinti roamed the basti  
when the others were away.  
She went into Ajji's house and tried to  
take a roti.  
Humph! Run away! Go find your own  
food, you thief cat!  
Unh! said Tinti  
and ran away hungry.

When the children came back...  
Tinti, come and play!  
No...  
But then she thought...  
Cats can play!  
Wait, I am co...miii...ing...  
And Tinti ran to play.

In the evening Tinti was waiting when her  
mother came back.  
Give me roti she said, as her mother sat to  
make them.

No!  
Why?  
Because you are a cat!  
Eat dead mice, like cats do.  
Unnh! I can't, whined Tinti making a face.  
Then you are...?

Zero cat! shouted Tinti.  
I am not a cat at all!  
I am your little girl...Tinti!  
She ran and hugged her mother. And ate  
the roti in four gulps.  
Just like a cat!



আমি তো বিড়াল!

I am a Cat!

লেখা: রিনচিন

বাংলা অনুবাদ: শুদ্ধ ব্যানার্জী

আঁকা: জিতেন্দ্র ঠাকুর

সম্পাদনা ও সংযোজনা: ভাবুক ফাউন্ডেশন (Bhabook Foundation)

সম্পাদকীয় সহযোগিতা: জয়নাব, রাজেন্দ্র, টুলটুল বিশ্বাস, বংসি শর্মা, রুদ্রাশিস

উৎপাদন সহযোগিতা: ইন্দু নায়র, কমলেশ যাদব, মোহম্মদ খিজর

‘I am a Cat’ গল্পের বাংলা অনুবাদ যা ইংরেজিতে ও হিন্দিতে একলব্য দ্বারা প্রকাশিত।  
Bangla translation of story ‘I am a Cat’ published in English and Hindi by Eklavya.

রিনচিন: জানুয়ারী 2010

ছবি ও অনুবাদ: একলব্য ফাউন্ডেশন, মার্চ 2024



এই বইটি ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্সের অ্যাট্রিবিউশন-নন-কমার্শিয়াল-নো ডেরিভেটিভস 4.0 ইন্টারন্যাশনাল (CC BY-NC-ND) এর অধীনে পড়ে। এর সম্পূর্ণ বিবরণ নীচের লিঙ্ক-এ পাওয়া যাবে - <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

লেখক, চিত্রশিল্পী এবং প্রকাশকের তথ্যসহ অ-বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোনো পরিবর্তন ছাড়া বাংলা বইটির লেখা ও ছবি কপি এবং বিতরণ করা যাবে। অন্য কোনো অনুমতির জন্য, প্রকাশকের মাধ্যমে লেখকের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করতে হবে।

প্রথম সংস্করণ: মার্চ 2024 (1000 কপি)

কাগজ: 100 gsm ম্যাগলিথো এবং 220 gsm পেপার বোর্ড (প্রচ্ছদ)

ISBN: 978-81-19771-57-8

মূল্য: ₹ 80.00

দূরবীন, এইচ টি পারেখ ফাউন্ডেশন  
(H T Parekh Foundation)-এর আর্থিক সহায়তায় প্রকাশিত।



সম্পাদনা ও সংযোজনা:

ভাবুক ফাউন্ডেশন (Bhabook Foundation)

কৃষ্টি নেস্ট, ৩য় তল, ফ্ল্যাট নং - 302,

কালিপার্ক, রাজারহাট, 24 পরগনা (উ), পশ্চিমবঙ্গ,

কলকাতা - 700 136

ফোন: +91 70447 05339

প্রকাশক:

একলব্য ফাউন্ডেশন (Eklavya Foundation)

জামনালাল বাজাজ পরিসর, জাটখেড়ী,

ভোপাল - 462 026 (মধ্য)

ফোন: +91 755 297 7770-71-72

[www.eklavya.in](http://www.eklavya.in)

মুদ্রণ: আদর্শ প্রাইভেট লিমিটেড, ভোপাল, +91 755 255 542



রিনচিন ভোপালে থাকেন এবং কাজ করেন। তিনি গল্প পছন্দ করেন এবং তার চারপাশের দুনিয়া সম্পর্কে লেখেন।

জিতেন্দ্র ঠাকুর ভোপালে থাকেন এবং একলব্যের সাথে কাজ করেন। তিনি শিশুদের জন্য ছবি আঁকতে ভালবাসেন। প্রকৃতির প্রতি তাঁর ভালবাসা তাঁকে রঙের মাধ্যমে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে অনুপ্রাণিত করে।



টিনটি ভাবে সে একটা  
বিড়াল।

কিন্তু তার মা বলে টিনটি  
তার ছোট্টো মেয়ে।

তাহলে সে আসলে কে?

জানতে হলে বইটা  
পড়ুন।

